

# শিষ্যত্ব: নতুন নিয়ম অনুসারে যিশুকে অনুসরণ করা

## ভূমিকা

নতুন নিয়ম যিশু খ্রিস্টের অনুসারীদের মূল পরিচয় হিসেবে শিষ্যত্বের উপর জোর দেয়। এই অধ্যয়নটি শাস্ত্রের উপর ভিত্তি করে শিষ্যত্বের জন্য বাইবেলের আহ্বান, এর মূল্য, উদ্দেশ্য এবং প্রতিবন্ধকতাগুলো অন্বেষণ করে। নতুন নিয়মে “শিষ্য” (গ্রিক: μαθητής, যার অর্থ শিক্ষার্থী বা অনুসারী) শব্দটি ২৫০ বারেরও বেশি ব্যবহৃত হয়েছে, যা “খ্রিস্টান” শব্দটির চেয়ে অনেক বেশি; “খ্রিস্টান” শব্দটি মাত্র তিনবার ব্যবহৃত হয়েছে (প্রেরিত ১১:২৬; প্রেরিত ২৬:২৮; ১ পিতর ৪:১৬)। এই অধ্যয়নটি যিশুর শিষ্য হওয়ার অর্থ কী তা স্পষ্ট করে এবং বিশ্বস্ত থাকার প্রতিবন্ধকতাগুলো তুলে ধরে।

## ১. একজন শিষ্যের বাইবেলীয় পরিচয়

□ “খ্রিস্টান” বনাম “শিষ্য” (প্রেরিত ১১:১৯-২৬):

- “খ্রিস্টান” শব্দটি সর্বপ্রথম আন্তিয়খিয়ায় যিশুর অনুসারীদের বর্ণনা করতে ব্যবহৃত হয়েছিল, সম্ভবত বহিরাগতদের দ্বারা (প্রেরিত ১১:২৬)। নতুন নিয়মে এটি মাত্র তিনবার দেখা যায়, যা থেকে বোঝা যায় যে এটি আদি বিশ্বাসীদের প্রধান আত্মপরিচয় ছিল না।
- এর বিপরীতে, “শিষ্য” শব্দটি ২৫০ বারেরও বেশি ব্যবহৃত হয়েছে (যেমন, মথি ১০:১; প্রেরিত ৬:১, ৭), যা এমন একজন শিক্ষার্থীর উপর জোর দেয় যিনি যিশুর শিক্ষা ও দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেন।
- যিশু তাঁর জীবন ও আদেশের মাধ্যমে শিষ্যত্বের সংজ্ঞা দিয়েছেন এবং অনুসারীদের তাঁকে সম্পূর্ণরূপে মান্য করার জন্য আহ্বান করেছেন (যোহন ৮:৩১-৩২)।

## ২. শিষ্যত্বের উদ্দেশ্য

□ যিশুর অনুসরণের আহ্বান (মার্ক ১:১৪-১৮):

- যিশু তাঁর শিষ্যদের “আমার অনুসরণ কর” এবং “মানুষের মৎস্যজীবী” (মার্ক ১:১৭) হওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়ে তাঁর পরিচর্যা শুরু করেছিলেন। এই আহ্বানের জন্য প্রয়োজন ছিল তাৎক্ষণিক বাধ্যতা এবং তাঁর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নিজেদের পূর্বের জীবন (যেমন, জাল, নৌকা) ত্যাগ করা।
- শিষ্যত্বের উদ্দেশ্য হলো সুসমাচার প্রচার করা এবং যীশুর দেখানো পথে অন্যদেরকে খ্রীষ্টের দিকে আকর্ষণ করা (লুক ১৯:১০)।

□ মহানির্দেশ (মথি ২৮:১৮-২০):

- যিশুর শেষ আদেশ ছিল সকল শিষ্যের জন্য, যেন তারা “সকল জাতির শিষ্য তৈরি করে”, তাদের বাপ্তিস্ম দেয় এবং তাঁর আদেশ পালন করতে শিক্ষা দেয়।
- শিষ্যত্ব একটি শৃঙ্খল প্রক্রিয়া: শিষ্যরা শিষ্য তৈরি করেন, যারা আরও শিষ্য তৈরি করেন এবং এভাবেই মণ্ডলী গঠিত হয় (প্রেরিত ২:৪২-৪৭)।
- যারা এই আদেশ পালন করে, যিশু তাদের সঙ্গে তাঁর উপস্থিতির প্রতিশ্রুতি দেন (মথি ২৮:২০)।

## ৩. শিষ্যত্বের স্বরূপ

□ শিষ্যত্বের চিহ্নস্বরূপ প্রেম (যোহন ১৩:৩৪-৩৫):

- যিশু শিষ্যদের আদেশ দেন যেন তারা একে অপরকে ঠিক সেভাবেই ভালোবাসে যেভাবে তিনি তাদের ভালোবাসেন, এবং এর মাধ্যমে জগতের কাছে তাদের পরিচয় তুলে ধরেন।
- এই ভালোবাসা আত্মত্যাগমূলক ও বাস্তবসম্মত, যা খ্রীষ্টের দৃষ্টান্তকে প্রতিফলিত করে (১ যোহন ৩:১৬-১৮)।

□ পারস্পরিক উৎসাহ ও জবাবদিহিতা:

- শিষ্যরা পাপের ছলনা প্রতিরোধ করার জন্য প্রতিদিন পরস্পরকে উৎসাহিত করেন (ইব্রীয় ৩:১২-১৪)।
- তারা পরস্পরের পাপ স্বীকার করে এবং পরস্পরের জন্য প্রার্থনা করে (যাকোব ৫:১৬)।
- তারা প্রজ্ঞার সাথে পরস্পরকে শিক্ষা দেন ও উপদেশ দেন (কলসীয় ৩:১৬)।
- তারা প্রয়োজন মেটানোর জন্য বস্তুগত সম্পদ ভাগ করে নেন (প্রেরিত ২:৪৪-৪৫; ১ যোহন ৩:১৭-১৮)।

## ৪. শিষ্যত্বের মূল্য

□ ব্যক্তিগত পছন্দ ও ত্যাগ (লুক ৯:২৩-২৬; যোহন ১২:২৪-২৬):

- শিষ্যত্ব লাভের জন্য প্রয়োজন আত্মত্যাগ, প্রতিদিন নিজের ক্রুশ বহন করা এবং যীশুকে অনুসরণ করা (লুক ৯:২৩)।
- এর অর্থ হলো ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষার উর্ধ্বে ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করা, যেমন যিশু প্রার্থনা করেছিলেন, “আমার ইচ্ছা নয়, বরং তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক” (লুক ২২:৪২)।
- যিশু গমের দানার রূপকের মাধ্যমে এই আত্মত্যাগের বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন: “আমি তোমাদের সত্যি বলছি, গমের দানা মাটিতে পড়ে না মরলে তা একটিমাত্র বীজই থেকে যায়। কিন্তু যদি তা মরে, তবে তা থেকে অনেক বীজ উৎপন্ন হয়” (যোহন ১২:২৪)। প্রকৃত শিষ্যদের অবশ্যই আত্মিক ফল উৎপন্ন করতে ও ঈশ্বরের রাজ্যকে বহুগুণে বৃদ্ধি করতে হলে আত্মত্যাগ করতে হবে—অর্থাৎ পার্থিব আসক্তি ত্যাগ করতে হবে।
- যে কেউ এই জগতে তার জীবনকে ভালোবাসে, সে তা হারাতে পারে; কিন্তু যে তার জীবনকে ঘৃণা করে (জাগতিক বিষয়ের চেয়ে অনন্তকালীন বিষয়কে প্রাধান্য দিয়ে), সে তা অনন্ত জীবনের জন্য রক্ষা করবে (যোহন ১২:২৫)। যে কেউ যীশুর সেবা করে, তাকে অবশ্যই তাঁকে অনুসরণ করতে হবে, এবং পিতা এই ধরনের সেবকদের সম্মান করবেন (যোহন ১২:২৬)।
- যীশুকে বেছে নেওয়ার অর্থ হতে পারে পার্থিব লাভ বা এমনকি পারিবারিক বন্ধনের উর্ধ্বে তাঁকে অগ্রাধিকার দেওয়া (লুক ১৪:২৬-২৭; মথি ১০:৩৭)।
- যিশু সতর্ক করেছেন যে, তাঁর ও তাঁর বাক্যের বিষয়ে লজ্জিত হলে তিনি আমাদের প্রত্যাখ্যান করেন (লুক ৯:২৬)।

□ মূল্য গণনা (লুক ১৪:২৮-৩৩):

- শিষ্যদের অবশ্যই যীশুকে অনুসরণ করার মূল্য বিবেচনা করতে হবে এবং শেষ পর্যন্ত অধ্যবসায়ী থাকা নিশ্চিত করতে হবে (লুক ১৪:২৮-৩৩)।
- প্রকৃত শিষ্যরা সবকিছু সমর্পণ করেন এবং ঈশ্বরের দানসমূহের (যেমন, সময়, সম্পদ) নিজেদেরকে মালিক হিসেবে নয়, বরং তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে দেখেন (লুক ১৪:৩৩; রোমীয় ১২:১-২, যেখানে বিশ্বাসীদেরকে তাদের দেহকে জীবন্ত বলিদানরূপে উৎসর্গ করার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে, যা পবিত্র এবং ঈশ্বরের কাছে প্রীতিকর)।
- এর উদাহরণগুলির মধ্যে রয়েছে মণ্ডলীর কাজে সাহায্য করা (১ করিন্থীয় ১৬:২) এবং আতিথেয়তা দেখানো (রোমীয় ১২:১৩; ইব্রীয় ১৩:২)।

□ পরীক্ষার সময়ে অধ্যবসায় (যাকোব ১:২-৪; ইব্রীয় ১২:৭-১১):

- ঈশ্বর বিশ্বাসকে পরীক্ষা করতে ও পরিপক্ব করতে পরীক্ষার ব্যবহার করেন, যা থেকে অধ্যবসায় ও পবিত্রতা উৎপন্ন হয় (যাকোব ১:১২; ইব্রীয় ১২:১০)।

- খ্রীষ্টের জন্য দুঃখভোগ শিষ্যদেরকে তাঁর দুঃখভোগের সঙ্গে একাত্ম করে (১ পিতর ৪:১২-১৬; ফিলিপীয় ৩:১০-১১, যেখানে পৌল খ্রীষ্টকে জানতে এবং পুনরুত্থান লাভের জন্য তাঁর দুঃখভোগে অংশ নিতে আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন), যদিও ব্যক্তিগত পাপের কারণে দুঃখভোগ প্রশংসনীয় নয় (১ পিতর ৪:১৫)।

## ৫. বিশ্বস্ত শিষ্যদের জন্য আশ্বাস

□ ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও প্রতিজ্ঞা (তীত ২:১১-১৪; ২ পিতর ১:৩-১১):

- ঈশ্বরের অনুগ্রহ শিষ্যদেরকে অধার্মিকতা বর্জন করতে এবং ধার্মিকভাবে জীবনযাপন করতে শিক্ষা দেয় (তীত ২:১২)।
- বিশ্বাস, সদগুণ ও প্রেমের বৃদ্ধি পাওয়ার মাধ্যমে শিষ্যরা তাদের আহ্বান ও মনোনয়নকে নিশ্চিত করে, যা তাদের পতন থেকে রক্ষা করে (২ পিতর ১:১০-১১)।
- প্রার্থনা ও বাধ্যতার মাধ্যমে খ্রীষ্টে অবস্থান করা আমাদের মধ্যে তাঁর উপস্থিতি নিশ্চিত করে (যোহন ১৫:৪-৫; গালাতীয় ২:২০, যেখানে পৌল ঘোষণা করেন, “আমি খ্রীষ্টের সঙ্গে ক্রুশবিদ্ধ হয়েছি এবং আমি আর জীবিত নই, কিন্তু খ্রীষ্ট আমার মধ্যে জীবিত আছেন”)।

□ ভুল এড়ানো:

- কেবলমাত্র ধার্মিকতার খ্যাতিই যথেষ্ট নয়; ঈশ্বর হৃদয় জানেন (প্রকাশিত বাক্য ৩:১-৩)।
- মানুষের প্রথা ঈশ্বরের আদেশের স্থান নিতে পারে না (মার্ক ৭:৬-৮)।
- ভগামি এড়ানোর জন্য শিষ্যদের অবশ্যই নিজেদের জীবন ও শিক্ষার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে (১ তীমথিয় ৪:১৬)।

## ৬. সুসমাচার প্রচারে অজুহাত ও ভয়কে জয় করা

□ ভয় জয় করার বাইবেলীয় দৃষ্টান্ত:

- মোশি (যাত্রাপুস্তক ৩:১০-১২; ৪:১০-১৪): অযোগ্যতা ও ভয়ের অনুভূতি থাকা সত্ত্বেও, ঈশ্বর মোশিকে প্রস্তুত করেছিলেন এবং তাঁর উপস্থিতির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।
- গিদিওন (বিচারকচরিত ৬:১১-১৬): ঈশ্বরের এই আশ্বাসের দ্বারা গিদিওনের ভয় ও তুচ্ছতাবোধ দূর হয়েছিল, “আমি তোমার সঙ্গে থাকব।”
- যিরমিয় (যিরমিয় ১:৪-৮): ঈশ্বর যিরমিয়ের যৌবনের অজুহাত প্রত্যাখ্যান করে তাকে ভয় না করার আদেশ দিলেন।
- যিশাইয় (যিশাইয় ৬:১-৮): ঈশ্বরের ক্ষমা লাভ করার পর, যিশাইয় স্বেচ্ছায় ঈশ্বরের কার্যভার গ্রহণ করেছিলেন।
- পিতর (লুক ৫:৪-১১): নিজের পাপময়তা সম্পর্কে সচেতনতা পিতরকে ভয় জয় করে যিশুর “মানুষকে ধরার” আহ্বানে আস্থা রাখতে পরিচালিত করেছিল।

□ আবেদন:

- ঈশ্বর শিষ্যদেরকে ভয় অথবা নিজেদের সম্ভাব্য অযোগ্যতা সত্ত্বেও সুসমাচার প্রচার করার জন্য আহ্বান করেন (২ করিন্থীয় ৫:১৭-২০)।
- যিশুর এই আদেশ, “ভয় পেয়ো না,” শিষ্যদের সুসমাচার প্রচার করার শক্তি জোগায় (লুক ৫:১০)।

## ৭. যিশুর প্রতি আমাদের দৃষ্টি স্থির রাখা

□ দৌড়ে অধ্যবসায় (ইব্রীয় ১২:১-৩):

- শিষ্যরা ধৈর্য সহকারে বিশ্বাসের দৌড়ে দৌড়ায় এবং যীশুকে বিশ্বাসের পথিকৃৎ ও পূর্ণতাদানকারী হিসেবে দেখে।
- ঈশ্বরের সঙ্গে অনন্ত জীবনের আশা অধ্যবসায়ের প্রেরণা জোগায় (ইব্রীয় ১২:২)।

□ সুসমাচারের তাৎপর্য (২ করিন্থীয় ৬:১-২):

- সুসমাচার ঘোষণা করে যে, যিশু আমাদের জন্য পাপস্বরূপ হলেন, যেন আমরা ঈশ্বরের ধার্মিকতা হতে পারি (২ করিন্থীয় ৫:২১)।
- এখনই “পরিত্রাণের দিন,” যার জন্য অবিলম্বে সাড়া দেওয়া প্রয়োজন (২ করিন্থীয় ৬:২)।

## আলোচনা প্রশ্নাবলী

- ঈশ্বরের শিষ্যত্বের আস্থানের কোন দিকটি আপনাকে সবচেয়ে বেশি উৎসাহিত করে?
- একজন শিষ্য হিসেবে বিশ্বস্ত জীবনযাপন করতে গিয়ে আপনার সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ কী হবে বলে আপনি মনে করেন?
- যীশুকে অনুসরণ করার প্রতি আপনার অঙ্গীকারের প্রকাশ হিসেবে আপনি কি বাপ্তিস্মের কথা ভেবে দেখেছেন? (দেখুন প্রেরিত ২:৩৮; রোমীয় ৬:৩-৪।)

## শিষ্যত্বের জন্য বাস্তব পদক্ষেপ

- অধ্যয়নের সময়: যাদের বাইবেলের জ্ঞান আছে, তাদের জন্য শিষ্যত্ব বিষয়টি শুরুতেই শুরু করুন, আর যাদের বিশ্বাস গড়ে তোলার প্রয়োজন, তাদের জন্য পরে শুরু করুন (প্রেরিত ৮:১২)। নতুন বিশ্বাসীদের ওপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করা বা প্রতিশ্রুতিহীন মনোভাবকে প্রশ্রয় দেওয়া থেকে বিরত থাকুন।
- সুসমাচার প্রচার: শিষ্যত্বের অংশ হিসেবে অন্যদের কাছে সুসমাচার প্রচার করুন (মার্ক ১:৩৮; লুক ১৯:১০)। বাইবেল অধ্যয়নের জন্য আমন্ত্রণ জানানোর মতো ব্যক্তিদের একটি তালিকা তৈরি করুন।
- বাপ্তিস্ম: বিশ্বাসের প্রতি বাইবেলসম্মত প্রতিক্রিয়া হিসেবে বাপ্তিস্ম নিয়ে আলোচনা করুন, যা বিশ্বাসীদেরকে খ্রীষ্টের সঙ্গে এক করে (প্রেরিত ২:৩৮; গালাতীয় ৩:২৬-২৭)।
- মণ্ডলীর কাজে অংশগ্রহণ: নিয়মিত দান (১ করিন্থীয় ১৬:২), আতিথেয়তা (১ পিতর ৪:৯) এবং অভাবীদের সাহায্য করার (গালাতীয় ৬:১০) মাধ্যমে মণ্ডলীর কার্যক্রমে যুক্ত হোন।
- দৈনন্দিন আত্মসংযম: আত্মসমর্পণের ইচ্ছাকৃত কাজ অনুশীলন করুন, যেমন ব্যক্তিগত আরামের চেয়ে প্রার্থনা ও সেবার জন্য সময়কে অগ্রাধিকার দেওয়া, যাতে আপনি □□□□□□; গমরে দানা□□□□□□; নীতিটি (যোহন ১২:২৪-২৬) মূর্ত করে তুলতে পারেন।

## উপসংহার

শিষ্যত্ব হলো যীশুকে অনুসরণ করার এক আজীবন অঙ্গীকার, যা বাধ্যতা, ত্যাগ এবং ভালোবাসা দ্বারা চিহ্নিত। যোহন ১২:২৪-২৬ পদে যীশু যেমন শিক্ষা দিয়েছেন, সেই অনুযায়ী আত্মত্যাগের মাধ্যমে শিষ্যরা প্রচুর ফল উৎপন্ন করেন এবং সুসমাচার প্রচার ও বিশ্বস্ত জীবনযাপনের দ্বারা ঈশ্বরের রাজ্যকে বহুগুণে বৃদ্ধি করেন। নতুন নিয়মের মণ্ডলী দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পেয়েছিল কারণ শিষ্যরা মহানির্দেশ পালন করেছিলেন (প্রেরিত ২:৪৭; ৬:৭; ১৬:৫)। যীশুর দিকে দৃষ্টি স্থির রেখে এবং ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার উপর নির্ভর করে, আমরা প্রতিবন্ধকতা জয় করতে, সুসমাচার প্রচার করতে এবং শেষ পর্যন্ত বিশ্বস্ত থাকতে পারি।